সুরেলা বিনোদন

শনিবারি

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ । ২০ টাকা

কণ্ঠ ভরা প্রেম

শ্রেয়া ঘোষালের বিয়ে...
এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার

একাকী রাহুল...
লাঞ্ছিত রাহুল দেব বর্মন

এক নিবিড় রোমান্টিক যাদুময়তার নাম আশা ভোঁশলে

কোয়েল মল্লিক, শিল্পী

ভারতের সুরের আকাশ অনুরণিত হয়েছে দুটি অনন্য কণ্ঠের অনুরণনে... লতা মঙ্গেশকার ও আশা ভোঁশলে। আশা ভোঁষলের হিন্দি ছবি, বাংলা ছবি, হিন্দি বেসিক গান, বাংলা বেসিক গান- চার ক্ষেত্রেই আশাজি'র গায়ন, আবেদন কণ্ঠ-মাধুর্য, উচ্চাঙ্গের কারুকাজ, তার সঙ্গে তাঁর গানের আধুনিকতা বছরের পর বছর ভারতীয় এবং বাংলা সঙ্গীতপ্রেমীদের মুগ্ধ করে রেখেছে। লতাদিকে সঙ্গীতের এক অনন্য ও অসামান্য স্বর্গীয় সুসময় আমরা দেখেছি চিরকাল। আর বহুমুখীতায় যদি কোনও নিদর্শন হয়, সেখানে আমাদের মনে হয়েছে আশাজির কোনও বিকল্প হয় না। সুরের আকাশের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সুরের যাদুমন্ত্রে বশীভূত ও আপ্লুত করেছেন বিশ্বজুড়ে তাঁর অসংখ্য শ্রোতা-ভক্তমণ্ডলীকে। সত্যিই তিনি সুর সম্রাজ্ঞী।

বাংলা ও হিন্দিতে গাওয়া তাঁর রোম্যান্টিক গানের মধ্যে বাংলা ছায়াছবির গানগুলো যেমন... 'আর কতকাল একা থাকব' (চোখের আলোয়), 'এমন মধু সন্ধ্যায়' (একান্ত আপন), 'জানিনা কেন যে' (সুনয়নী), 'এই মনটা যদি' (দুটি পাতা), ' আজ গুণগুণ' (রাজকুমারী), 'এ মন আমার' (অনুরাগের ছোঁয়া), 'হায় রে একলা' (একান্ত আপন), 'কথা হয়েছিল' (ত্রয়ী), 'কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে' (প্রথম কদম ফুল), 'আমার এ কণ্ঠ' (জীবন-মরণ), 'মন নিয়ে কী' (বাঘিনী), 'ভালবাসা ছাড়া আর আছে কী' (পাপপুণ্য), 'আমার দিন কাটে না' (ছদ্মবেশি), 'বেশ করেছি প্রেম করেছি' (মৌচাক), 'ও তোমারই চলার পথে' (একান্ত আপন), আরও গান। তালিকা অন্তহীন।

আশাজির জীবন যেমন বৈচিত্রপূর্ণ তেমনই প্রেম ও রোমান্টিকতায় সমৃদ্ধ। রাহুল দেব বর্মণ তাঁর জীবনসঙ্গী রূপে যখন এলেন, আশাজির ভিতরকার শিল্পী-সত্তা যেন আরও প্রবলভাবে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পেল। তাঁর কণ্ঠ-মাধুর্যকে যেন প্রেম-ভালবাসায় কয়েক ধাপ বাড়িয়ে তুলল। রাহুলজির সুরে প্রচুর গান আশাজি গেয়েছেন যা বহুবছর ধরে শ্রোতামণ্ডলীকে সুরমূর্ছনায় ভরিয়ে দিয়েছে ও আনন্দ দিয়েছে, শুধু ছায়াছবির গানই না, বাংলা ও হিন্দিতে অসংখ্য আধুনিক গানও গেয়েছিন যা খুবই বিখ্যাত হয়েছিল। বাংলা চলচ্চিত্র ও আধুনিক ছাড়াও তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতও গেয়েছেন, যা এখনও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলো শুধু প্রেমের ডালি সাজিয়ে দেয়নি, এর মধ্যে আধাত্মিকতা, দেশপ্রেম, প্রকৃতি প্রেম...সব বৈশিষ্টগুলো প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া হিন্দি ছবি ও আধুনিক গানেও আশাজি রোম্যান্টিকতার এক অসাধারণ নিদর্শন রেখেছেন। যেমন - 'ইশারোঁ ইশারোঁ মে' (কাশ্মীর কি কলি), 'চুরা লিয়া হ্যায় তুমনে' (কাশ্মীর কী কলি), ' দো লবজ্ কি হ্যায় দিল কি কহানি'... এরকম অনেকে। তিনি প্রধানত 'অপ্সরা' গজল গাইতেন, কিন্তু উস্তাদ গুলাম আলির সান্নিধ্যে এসে তিনি অন্যরকম গান গাইলেন। তাঁর গাওয়া 'আজ জানে কি জিদ না করো' খুব শ্রুতিমধুর।

আশাজির গাওয়া 'মুজরা'র গানগুলোর মধ্যে তাঁর এক অনায়াস দক্ষতা ও মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ কখনও ভুলতে পারবে না 'উমরাও জান'-এর 'ইন আঁখো কি মস্তি' গানটির মাদকতাময় উপস্তাপনা বা 'দিল চিজ ক্যায়া হ্যায়'-এর আবেদন। এছাড়া ক্যাবারে গান - 'ও হাসিনা', 'রাত অকেলি হ্যায়', 'জওয়ানি জানেমন' অন্যতম।

সবশেষে বলা যায়--- তাঁর গায়কি ও শৈলী আর অপরূপ আভিজাত্য, নিজস্বতা, মনমুগ্ধকর পরিবেশনা, আবেগ-অনুভূতি আর বৈচিত্র, গভীরতা, মাদকতা...সবকিছুই দীর্ঘ সময় ধরে শ্রোতাদের কাঁদিয়েছে, হাসিয়েছে, ভাবে বিভোর করেছে, রোম্যান্টিকতায় রিদ্ধ করেছে।

তাঁর কণ্ঠ, প্রেমের রঙে রামধনুর সাতটি রং ও আরও কত রঙে রাঙিয়েছেন শ্রোতাকুলের ভাবনাকে, স্বপ্নকে। তিনি বিস্মিত করেছেন, আজও করছেন। ■